R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত : ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সিপিএম জঙ্গী বাহিনীর আক্রমণে পুরসভা ভাঙচুর ও চেয়ারম্যানকে জোর করে পদত্যাগপত্রে সহি

ধুলিয়ান, নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ আগষ্ট স্থানীয় পুরসভায় সিপিএমের জঙ্গীবাহিনী সভা চলাকালীন মিটিংরুমে ঢুকে পড়ে আসবাবপত্র, চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করে। তাদের হাত থেকে মনীষীদের ছবিও রেহাই পায় না। চেয়ারম্যান সফর আলীসহ মহিলা কাউন্সিলারাও আক্রান্ত হন। কংগ্রেসের কাউন্সিলার সেলিনা বেগম এইসব দেখে অজ্ঞান হয়ে যান। জঙ্গীরা পিস্তল ধরে পুরপতিকে পদত্যাগপত্র লিখে দিতে বাধ্য করে বলে খবর। সিপিএমের এই গুণ্ডাবাজীর প্রতিবাদে কংগ্রেস গত ২৮ আগষ্ট ধুলিয়ানে বন্ধ ডাকে। ধুলিয়ান পুররাজনীতি বরাবরই গোলমেলে হলেও এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা এর পূর্বে কখনও ঘটেনি। বিগত তিনটি পুরসভাতেই দেখা গেছে ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সিপিএম, আর, এসসি, কংগ্রেস, ফঃ ব্লক, বিজেপি কেউই দুর্নীতি করতে পিছপা হয়নি। পুরসভার টাকা নয়ছয় করতে প্রায়ই কাউন্সিলার দল বদল করে বোর্ড ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মেতেছেন। ৬৬ হাজার মানুষের শহর ধুলিয়ানে ১৯টি ওয়ার্ডে পুরনির্বাচনে সিপিএম ৬, কংগ্রেস ৪, বিজেপি ৩, আরএসপি ২, ফঃ ব্লক ১ ও নির্দল ৩টি আসন পায়। সিপিএম একক নিরঙ্কুশ প্রতিনিধিত্ব না পাওয়ায় দল ভাঙ্গাভাঙ্গি খেলায় মেতে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ফঃ ব্লকের ১ জন সিপিএমে যোগ দেয়। তাতেও থই না পেয়ে সিপিএম সফর আলীসহ দুই নির্দলকে নিয়ে সফর আলীকে চেয়ারম্যান ও প্রকাশ সিংহকে ভাইস-চেয়ারম্যান করে জোড়াতালি বোর্ড গঠন করে পুরসভা দখল করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরএসপির চাপে তাদের প্রতিনিধি আনোয়ার আলীকে ভাইস-চেয়ারম্যান করে প্রকাশ সিংহকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই নিয়ে প্রকাশ সফর দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অপরদিকে সিপিএমের কথামত সফর চলতে রাজী হয় না। [৩য় পৃষ্ঠায়

ট্রাকের মাল উদ্ধারের নামে পুলিশের অত্যাচার ও গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ৩ সেপ্টেম্বর বেলা প্রায় ১১ টার সময় সাগরদীঘি—রঘুনাথগঞ্জ রাস্তায় একটি মালবোঝাই ট্রাক খোজারপাড়ার কাছে গণকর ষ্টপেজে পালটি খায়। জানা যায় ৩৪ নং জাতীয় সড়ক জ্যাম থাকায় ট্রাকটি (নং ডাব্লু বি. ৬১০৫৭৫) ঐ পথে আসতে বাধ্য হয়। গণকরের কাছে দুটি গরু পথের উপর মারামারি করতে করতে ট্রাকের সামনে এসে পড়ে। চালক গরু দুটিকে বাঁচাতে জোরে ব্রেক করলে গাড়ীটি পালটি খায়। ট্রাকে চাপা পড়ে একটি গরু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। চালক ও খালাসী রঘুনাথগঞ্জ থানায় খবর দিতে আসে। পুলিশ যাবার আগেই অরক্ষিত ট্রাকের মাল ধলো, দক্ষিণপাড়া, নওদা ইত্যাদি গ্রামের মানুষ সম্পূর্ণ লুট করে বলে খবর। পরে সাগরদীঘি, সুতী ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ চার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসক ঘটনাস্থলে পৌঁছান ও মাল উদ্ধারে জোর তৎপরতা চালান। নওদা, খোজারপাড়া, গণকর, মির্জাপুর সর্বত্র মালের তল্লাশি চালানো হয়। কিছু মাল উদ্ধারও হয় এবং পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ মাল তল্লাশীর নামে গ্রামগুলিতে পুলিশ অহেতুক অত্যাচার চালায় ও কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে কলেজের ছাত্রও আছে।

মহকুমায় বন্যার খবর নেই

ভাঙ্গন সমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ আগষ্ট এক সাক্ষাৎকারে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক মনীশ রায় জানান আজ সকাল পর্যন্ত মহকুমার কোথাও বন্যার তেমন খবর পাওয়া যায়নি। গঙ্গার জল বিপদসীমার নীচে রয়েছে। তবে ভাঙ্গন যথারীতি চলছে। ভাঙ্গনে মহকুমার প্রায় ৩৬৭টি পরিবার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ফরাক্কা ব্লকেই ক্ষতির পরিমাণ বেশী। এই ব্লকের মহেশপুর, অর্জুনপুর এবং (শেষ পৃষ্ঠায়)

আজানে মাইক নিষেধের বিরুদ্ধে মুসলিমলীগের রাস্তা অবরোধ

ফরাক্কা : গত ২৭ আগষ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের পরিচালনায় ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট মসজিদে আজানে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে যে আদেশ দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে এই কর্মসূচী। সড়কের ধুলিয়ান ও জিগরীর মোড়ে অবরোধে জমায়েত বেশী চোখে পড়ে। কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই অবরোধ শুরু হওয়ায় স্কুল (শেষ পৃষ্ঠায়)

অর্থ তছরূপের অভিযোগে স্বাস্থ্যকর্মীর জামিন নামঞ্জুর

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মী বিমান চ্যাটার্জী সমন পেয়ে গত ২৮ আগষ্ট স্থানীয় এসডিজেএম কোর্টে হাজির হলে তাঁর জামিন নামঞ্জুর হয়। তাঁর বিরুদ্ধে উক্ত বিভাগের লক্ষাধিক টাকা তছরূপের অভিযোগ আনেন তৎকালীন মহকুমা শাসক এস. সুরেশকুমার। তদন্ত পর্যায়ে এনফোর্সমেন্ট (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ভোর : আর জি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ সুবর্ণজয়ন্তীতে ॥

আমাদের পত্রিকায় ১০ই ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত ১৫ই আগষ্ট সারা দেশে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ে নানা স্থানে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখনও সেই কর্মসূচী চলিয়াছে। কিন্তু ফরাক্কা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, স্থানীয় নুরুল হাসান কলেজে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন দূরে থাকুক, সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করাও হয়নি। সরকারী অথবা বেসরকারী যে কোনও প্রতিষ্ঠান হউক, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা আবশ্যিক কর্তব্য। কিন্তু এই কলেজে তাহা হয় নাই। খবরে প্রকাশ যে, দুইজন ছাত্র জাতীয় পতাকা তুলিতে গেলে অপর কিছু ছাত্র তাহাতে বাধা দেয়। কলেজের ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা মৈত্রী ঘোষ এই দিনের পূর্বেই কলিকাতা চলিয়া যান বলিয়া জানা যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের ইহা যে একপ্রকার কর্তব্যে অবহেলা, তাহা নিঃসন্দেহ। অধ্যক্ষা মহোদয়ার বিশেষ কাজ থাকিলে তিনি আর কাহাকেও এই কাজের ভার দিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার করণীয় সম্বন্ধে কি অবহিতা ছিলেন না? নাই যদি থাকেন, তবু একটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান তাঁহার নিকট হইতে অবশ্যই আশা করা যায়।

উল্লিখিত ঘটনার জন্য ছাত্র এবং অভিভাবকদের ক্ষোভ হওয়া অসমীচীন নয়। ইহারই প্রতিবাদে ছাত্রপরিষদ এবং এস এফ আই—দুই দলই কলেজ কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য এখানে মাইক-ঘোষণা দ্বারা অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ করিয়া দেন।

সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, এক শ্রেণীর ছাত্র কলেজে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার বিরোধী ছিল। কিন্তু কেন এই বিরোধিতা? এই সব ছাত্র কি ভারতীয় নাগরিকত্ব স্বীকার করেন না? যদি তাহা না করেন, তবে তাহার কারণ কী, জানা দরকার এবং তাঁহারা কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া নিজেদেরকে ভাবিতেছেন, তাহাও জানা প্রয়োজন। আর সর্বোপরি ঊর্ধ্বতন দপ্তর হইতে এই কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ৎ চাওয়া প্রয়োজন।

হায় স্বাধীনতা! ইংরাজ ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এর পর্যায়ভুক্ত করিল। ক্ষমতালাভের মোহে আমরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইহাই স্বাধীনতা বলিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করিতে শুনিয়াছি। ঘুড়ি যেখানে যেমনই উড়ুক, সে লাটাইয়ের সঙ্গে বাঁধা। তেমনি স্বাধীনতার নামে যত বড়াই করা হইয়াছিল, ইংরাজ প্রভুর কাছে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। ইংরাজ প্রস্তাবিত ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসে বিশিষ্ট নেতা ব্যক্তি প্রলুব্ধ হইলেও যিনি বা যাঁহারা তাহা মানিয়া লন নাই, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে ভুলের মাশুল দেওয়া হইতেছে।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ পুরা মাত্রায় চলিতেছে; তাহা ক্রমশঃ বাধাহীন হইতেছে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বন্ধ হইতেছে না। জাতীয় সংহতি ছাপার অক্ষরেই সীমাবদ্ধ; রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবনে তাহার প্রতিফলন নাই। জাতীয়তাবোধ কাহাকেও স্পর্শ করিতেছে না। দেশকে আরও খণ্ড-দিখণ্ডিত করিবার অপপ্রয়াস চলিতেছে। জাতীয় চরিত্রের চরম অবনমন হইয়াছে।

স্বাধীনতার উপহার এই সব। আর সে স্বাধীনতা হইতেছে আপোষের স্বাধীনতা। সুখের কথা, উল্লিখিত ঘটনায় ছাত্রপরিষদ ও এস এফ আই প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছেন।

॥ '......তুমি হেথা নাই।' ॥

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

গত ২৬শে আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কর্মরত সম্পাদক রমাপতি মণ্ডল চিরশান্তিধামে চলে গেলেন। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ থাকার জন্যে তাঁর চিরবিদায়। মৃত্যুর উপযুক্ত সময় হয়নি।

প্রয়াত রমাপতি ছিল আমার বাল্যবন্ধু। আমাদের উভয়ের বাল্যকাল পাশাপাশি স্ব স্ব গ্রামে কেটেছিল। আমাদের গ্রামে তার আত্মীয় থাকায় সে প্রায়ই সেখানে আসত। তাই আমাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট সৌহার্দ গড়ে উঠেছিল। গ্রামের খেলুড়িদের সঙ্গে সে সহজেই মিশে যেতে পারত। তার আচার-আচরণ এবং খেলার যোগ্যতার জন্যে সে আমাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছিল। তখন ত জানতাম না যে, এটা তার পরবর্তী কর্মজীবনের ইঙ্গিতবাহী ছিল; সে তার কর্মক্ষেত্রেও একটা মুখ্যস্থান অধিকার করবে। বাল্যকালেই তার সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছিলাম। একদিন ডাণ্ডা-গুলি খেলায় সে আমাকে আহত করে। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রমাপতি তাড়াতাড়ি তার গায়ের গেঞ্জি খুলে কাছের পুকুরে ভিজিয়ে এনে সে রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে আর কত ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। আমার আঘাতের ব্যথা যেন অনেকটা নিরাময় হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষাজীবনে ও কর্মজীবনে আমরা দীর্ঘদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসি। তারপর ১৯৬১ সালে সে এল সহকারী শিক্ষক হয়ে। তখন থেকে আমাদের একসঙ্গে কেটেছিল। রমাপতি প্রথমে জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং স্কুলের হেড টীচার হয়। তারপর জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা এবং মালডোভা স্কুলে শিক্ষকরূপে কাজ করে। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকার সময় সে এম-এ পাশ করে। এখানে সদরঘাটের কাছে তার সাইকেলের দোকান ছিল। বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল সে ব্যবসা।

১৯৭৬ সালে রমাপতি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হল। বেশ মনে আছে, তার সঙ্গে কোর্টের মাঠে একদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নানা আলোচনা হয়েছিল। সে কিছুতেই প্রধান শিক্ষকের পদ নেবে না তার ব্যবসার ক্ষতি হবে বলে। আমি তাকে কত বোঝায়। সে যথেষ্ট অবস্থাপন্ন, প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হলেও তার কোন অভাব হবে না। তখন সে আমার হাত ধরে জানতে চেয়েছিল, সে প্রধান শিক্ষক হলে আমি তাকে সর্বরকম সহযোগিতা করব কিনা। আমি প্রতিজ্ঞা করে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম।

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে আমরা অকৃপণ সাহায্য-সহযোগিতা ও নানা নির্দেশ পেয়েছিলাম বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, এক সময়ে এখানকার প্রধান শিক্ষক এবং তৎকালীন বিদ্যালয়ের সম্পাদক প্রয়াত শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডের কাছ থেকে। রমাপতিকে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে তৈরী করেছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও কর্মোদ্দীপনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সকলের অর্থদাক্ষিণ্যে বিদ্যালয়-ভবন সংস্কারের কর্মযজ্ঞে আমরা নেমেছিলাম। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠল। প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক অনেক আগে স্কুলে আসতেন। আমিও আসতাম। বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে নানা আলোচনা হত এবং কাজ চলত। শরদিন্দুবাবু আমাদের প্রণম্য ও স্মরণীয়।

সরকারী দানে ও জনসাধারণের অকৃপণ আর্থিক সাহায্যে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন তৈরী হতে লাগল। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়-সম্পাদক শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস মহাশয় রমাপতিকে নিয়ে বিদ্যালয়ের নানা উন্নয়ন-সাধন করলেন। পরীক্ষার ফল ক্রমশঃ যথেষ্ট ভাল হতে লাগল। বিদ্যালয় উচ্চতর মাধ্যমিকে উন্নীত হল। বিদ্যালয়ের নতুন ভবন যেন রমাপতির স্মারক।

১৯৯৩ সালে রমাপতির কর্মজীবন শেষ হল। পরে সে বিদ্যালয়ের সম্পাদক হল। ১৯৯৪ সালে আমার কর্মকাল সমাপ্ত হল। গত ২৬শে আগষ্ট সে পরপারে চলে গেছে। তার স্মৃতি নিয়ে ভারাক্রান্ত আমি রয়ে গেছি। বিদেহী আত্মার চিরশান্তি হোক।

পদত্যাগপত্রে সহি করানো হলো (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাই সিপিএম সফরকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে। সফর কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে। এদিকে সিপিএম সমর্থিত নির্দল আতাউরের মৃত্যুতে শূন্য আসনটির উপনির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হওয়ায় সফরের হাত শক্ত হয়। হালে সফর আলীর সঙ্গে চেকসই করা নিয়ে সিপিএমের চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল মহঃ আনোয়ারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এবং পুরপতি আনোয়ারের চেক পাওয়ার কেড়ে নেবার প্রস্তুতি নেন। সে কারণেই সিপিএম ২৭ আগষ্ট মিটিং বানচাল করার জঙ্গী প্রস্তুতি নেয়। সফর আলীর অভিযোগ পুলিশের নীরব সমর্থনেই সিপিএমের জঙ্গীবাহিনী মারমুখী হয়ে আক্রমণ চালায় ও তাঁকে ভয় দেখিয়ে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেয়। সিপিএম অবশ্য এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়। ২৯ আগষ্ট পথসভা করে তারা জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে এটাকে ঐতিহাসিক জয় বলে ঘোষণা করে। অন্যদিকে কংগ্রেসও সেদিন জৈন কলোনীর মোড়ে সন্ধ্যায় পথসভা করে সিপিএমের গুণ্ডাবাজীর বিরুদ্ধে মানুষকে ঐক্যবদ্ধের ডাক দেয়। ধুলিয়ানে রাজনৈতিক উত্তেজনা টানটান। সফর আলি সমস্ত ঘটনা লিখিতভাবে মুর্শিদাবাদের ডি-এম; এস-পি এবং জঙ্গিপুরের এসডিও; এসডি-পিওকে জানান। বর্তমানে তিনিই চেয়ারম্যানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

WANTED

A spoken English Teacher for Magnum Institute of Technology (near Nirala Hotel, Fultala). Contact with full biodata within 7 days to the Controller, M. I. T.

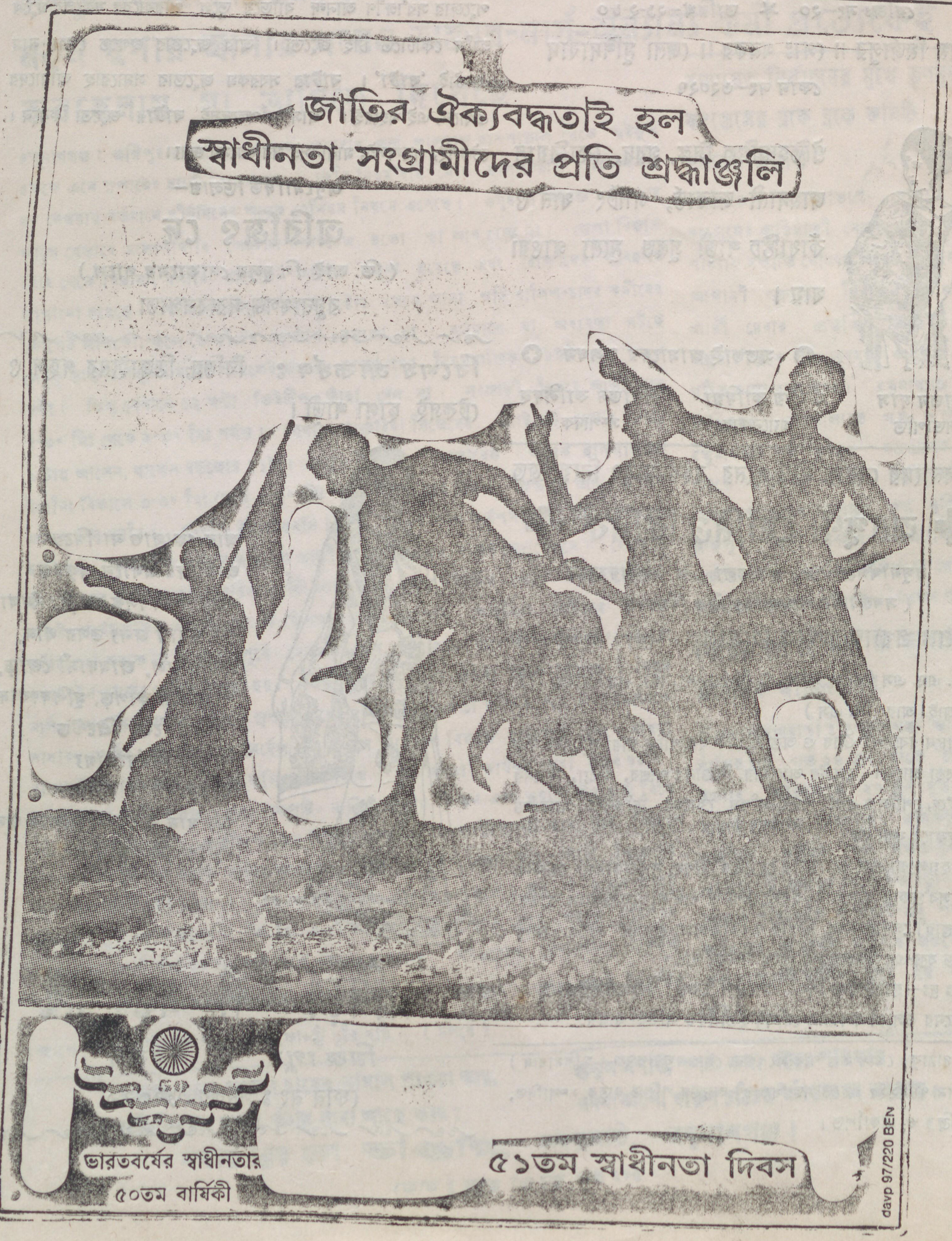

খবর নেই ভাঙ্গন সমানে (১ম পৃষ্ঠার পর)

সুতী ১নং ব্লকের চন্দ্রপাড়ে ভাঙ্গন ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় বস্ত্রাত্রাণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এযাবৎ দেয়া হয়েছে তারপলিন এবং জিআর মারফৎ প্রতি মাসে মাথা পিছু ১২ কেজি করে খাদ্যশস্য।

মুসলিমলীগের রাস্তা অবরোধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অফিস যাত্রীরা অসুবিধায় পড়ে। অবরোধ থেকে অ্যাম্বুলেন্সকেও বাদ দেওয়া হয়নি। যার ফলে রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সও আটকে পড়ে।

স্বাস্থ্যকর্মীর জামিন নামঞ্জুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগ ৪০৯/৪১৯ ধারামতে জি. আর ২০৫/৯৩ কেসে বিমানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ায় এই সমনজারী হয়। বর্তমানে মামলাটি এসডিজেএমের আদেশক্রমে জেলার বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

পাত্র চাই

পাত্রী বৈশ্য সাহা, ২৫ বৎসর (৫´—১´´) বি. এ. পাশ। সরকারী চাকুরিরতা, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী। সবর্ণ/অসবর্ণ চাকুরে পাত্র চাই।

পত্রালাপ করুন :

সুকুমার সাহা

গ্রাম মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৭

মহাপুজায় সকলের জন্য আমরা—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

সনাতন দাস	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*সনাতন কালিদহ*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভলুম্যম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কি কিনবেন কোথায় কিনবেন

পুজোয় চাই বাটার জুতো

পুজোর সর্বাঙ্গীণ আনন্দ বাড়িয়ে তুলে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে চাই জুতো। আর জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই *'বাটা'*। *বাটা*র সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই *বাটা*র জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই. পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯